রাঙারাখী পিক্‌চার্সের
অর্ঘ্য

14

বীরেশ লাহিড়ী

প্রযোজনা ও পরিচালনা
বেচু সিংহ

13-1-50

রাঙ্গারাখী পিকুচার্সে'র নিবেদন

"বীরেশ লাহিড়ী"

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে

আর সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

স্বরশিল্পী—সত্যদেব চৌধুরী   চিত্রশিল্পী—হরিমাধব পাল

গীতকার—প্রণব রায়* ও রামকৃষ্ণ চন্দ্র

সম্পাদনা—ভোলা নাথ আঢ্য   শিল্পনির্দ্দেশনায়—গনেশ বসাক্

শব্দযন্ত্রী—বাণী দত্ত ও তপন সিংহ

নৃত্যশিক্ষক—পিটার গোমেশ   রূপসজ্জায়—যমুনা দাস

রাসায়নিক—রাজ বাহাদুর মেহতা

মিউজিক—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

* (২নং গীতরচয়িতা—প্রণব রায়)

সহকারী বৃন্দ

পরিচালনা
নির্ম্মল চক্রবর্ত্তী
দুলাল কুণ্ডু
পান্না সিং

চিত্রশিল্পী
কেষ্ট মুখার্জ্জি
গোরা মল্লিক

শব্দযন্ত্রে
কালিদাস খাঁ

স্বরশিল্পী
গোবা মল্লিক
সত্যজিৎ মজুমদার

সম্পাদনা
অনন্ত ঘোষ
যামিনী নন্দন

রাসায়নাগার
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারী।

ভূমিকায়

জহর গাঙ্গুলী, শান্তি গুপ্তা, সন্তোষ সিংহ, স্মৃতি বিশ্বাস,
বিপিন গুপ্ত, বন্দনা দেবী, বেচু সিংহ, বেলা বোস,
নবদ্বীপ হালদার, কমলা বোস, নৃপতি চট্ট,
উষা দেবী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কমলা অধিকারী,
শিবকালী চট্ট, সন্ধ্যা দেবী, অমর চৌধুরী,
কুমার মিত্র, আশু বোস, ভরত,
দেবকুমার, দেবী প্রসাদ, রবি,
সতা, ননী, কেষ্ট,
ইত্যাদি।

বীরেশ লাহিড়ী

এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। ছাত্রাবস্থায় সে তার পিতাকে হারায়। মৃত্যুর দিন তিনি বীরেশকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন "আমি তোমার জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। আমার সারা জীবনের সঞ্চয় এই "মনুষ্যত্ব" "নীতি ধর্ম্ম" ও "সাধুতা" বই তিনখানা তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি এই আশায় যে যতদিন তোমার অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এরই আদর্শে তুমি চলবে।"

নিয়তি অলক্ষ্যে একটু হাসলেন। ভাগ্যের চাকা ঘুরলো।
কাকীমার উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হ'য়ে বালক বীরেশকে মায়ের
হাত ধরে পথে এসে একদিন দাঁড়াতে হ'ল। কিন্তু আশ্রয়
পেল তারই সহপাঠী সুধীরের বাড়ীতে। সুধীরের দাদু তারও
দাদু হলেন, আর এই আশ্রয়ে থেকে সুধীরের সঙ্গে বীরেশও
সসম্মানে বি, এ, পাশ করলো। যে দিন সে তার জ্ঞানবৃদ্ধ
প্রফেসরের মুখ থেকে তাঁর আত্মজীবনী শুনে প্রফেসরের সামে
প্রতিজ্ঞা করলো যে সে মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করে গড়ে
তুলবে সেই দিনই সে ঘরে ফিরে দেখলো যে তার মা শেষ
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দাদুর পরামর্শে সে একবার ফিরে
গেল তার কাকার কাছে, তার পিতৃগৃহে শুধু মায়ের শেষকৃত্য
করবে বলে কিন্তু সেখানে গিয়ে সে পেল কাকীমার কাছে
শুধু গঞ্জনা আর রূঢ় বাক্যবান। হতাশ হ'য়ে

ফিরতে হ'ল বীরেশকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে।
"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"
বাণীর প্রসাদ সে লাভ করেছে। আজ সে কমলার করুণা
থেকেও বঞ্চিত হলনা। কিন্তু বীরেশ অর্থের সদ্ব্যবহার করছে।
কোথায় আর্ত্ত, ক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত্ত—বীরেশের সন্ধানী দৃষ্টি তা এড়ায়না
মুক্ত হস্তে সে তাদের সেবায় মনোনিবেশ করেছে। কিন্তু
ক্রমে সে দেখতে পেল যে উৎপীড়িতকে রক্ষা করতে গেলে
উৎপীড়ন বন্ধ চাই। তাই যে একদিন "মনুষ্যত্ব" "নীতিধর্ম্ম"
"সাধুতা" কে আঁকড়ে ধরেছিল তাঁরই মুখ দিয়ে শেষে বের হল
Humanity, Honesty, Morality these are the
words used by the moral fools. তাঁর স্নেহময় পিতা
তাকে যে আদর্শ সামে রেখে চলতে বলেছিলেন
ঘটনাচক্রে সে সেই আদর্শকে অস্বীকার করে বসলো।

(15)

এদিকে সুধীরের স্ত্রী অর্থাৎ বীরেশের বৌদি এই ছন্নছাড়া, বাঁধনহারা, আপন ভোলা
ঠাকুরপোকে ঘরে বাঁধতে চাইলেন। বীরেশের অশান্তিময় জীবনে শান্তি দিতে উর্ব্বশী
এসে দাঁড়ালো তার জীবনপথে। নিরুপায় বীরেশ একদিন তার সহকারীকে বল্ল
উর্ব্বশীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে কারণ এই মেয়েটী নাকি তাকে তার
কর্ত্তব্যচ্যুত করতে উদ্যত। দুই মতবাদ। জীবনের ঘাত প্রতিঘাত,
তাকে কেউ বললে দেবতা আর কেউ বলে শয়তান!!
বীরেশ লাহিড়ী সত্যিই কি? আর তার জীবনের
চরম পরিণতিই বা কি?.....

—পর্দ্দায় প্রতিফলিত করাই ভালো—

(১)

নীল সরসীতে আজি দোলা যে লাগলো ।
মধুর পরশ পেয়ে কমল জাগলো ॥
হাওয়া ওঠলো দুলে,
তার হৃদয় গেল খুলে,
আকাশ ভুবন তাই সেই রঙে রাঙ্গলো ।
অনুরাগে তনুমন তাই বুঝি রাঙ্গলো ॥

সহসা ফুলের বুকে আজি কেন হায়
বেদনার চিতা জ্বলে দহন জ্বালায় ।
চলার পথের মাঝে
শুধু হারানোর ব্যথা বাজে
অভিশাপ জীবনে আশানীড় ভাঙ্গলো
হাতছানি দিয়ে তারে মরণ যে ডাকলো
মরণ ডাকলো ॥

(২)

চপল ভ্রমর গোলাপে কহিল ডাকি
(এই) মধু বসন্ত বৃথা বয়ে যাবে নাকি ॥
গোলাপ বলে—চপল অলি ।
(হায়) মনের কথা—কেমনে বলি ॥
কাননে শোনা পিয়া পিয়া ।
(শুধু) একটী কথাই কহে পাখি ॥

(মোর) মনের গোলাপ যে মায়া সুরভি ছড়া
সেকি পরাণে মোর অলখ বাঁধন জড়া
সে কুসুম আজ—তোমারি গলায়,
বাসর রাতের মালা হতে চায় গো,
মালা হ'তে চায় ॥
হৃদয় বলে কাছে এসো
(তবু) দূরে থাক বলে আঁখি ॥

(৩)

দখিন হাওয়া আজিকে আমার
মন যে দিলো দুলিয়ে,
পাতায় পাতায় নূপুর বাজায়
সুরের ঢেউ তুলিয়ে ॥
আকাশে মোর পরশ মিলায়,
চাঁদের হাসির ক্ষণিক লীলায়,
কোন চরণের আশা যাওয়া
হৃদয় দুয়ার খুলিয়ে ॥
মনের খুসি আছে আমার
ফুলের বনে ছড়িয়ে,
বেদন হারা ফাগুন দিনের
সুরের জালে জড়িয়ে ॥
দূরের বাঁশী সে কোন মায়ায়
পরাণ আমার কোথায় হারায়
জানিনা কোন বাঁধন হারা—নয়ন দেবে
ভুলিয়ে ॥

(৪)

ওরে পথিক
যে তোরে আন্‌লো পথে ডাকি
সে আলো আজ পথ দেখালো তোরে
সে তো আলেয়ার ফাঁকি
আনলো পথে ডাকি।
তোর আঁধার আলোর খেলা
ভুলের হিসাব নিয়েই গেল বেলা
হৃদয় দিয়ে চিনলি না হায় তারে
শুধু জানলো যে তোর আঁখি
সে তো আলেয়ার ফাঁকি।
চাঁদের মত যে দীপখানি সবারে দেয় আলো
আপন আঁধার মাঝে সেথা শুধুই দেখিস কালো

ঘর ছাড়া যে আজকে বাঁধন হারা
তার লাগি মন দেবে নাকি সাড়া
বন্ধুর মত বন্ধুর পথ তার
ওরে কুসুমে দেয় ঢাকি
সে তো আলেয়ার ফাঁকি।

(৫)

প্রাণের কাণে আজি শুনেছি গো আমি
ডেকেছে ব্যাকুল তব মন
সাড়া দিল তাই প্রেম অভিসারে
চঞ্চল আমার ভুবন।
নদীর মত কল কল তানে
ছুটে চলে কোন সাগরের পানে
হৃদয় কুলে কুলে ঢেউগুলি তার (আজি)
তুলেছে একি আলোড়ন।
মধু ফাগুন ওগো সাজাও আমায়
গন্ধে মাতানো ফুল সাজে
কুমকুমে নয়গো রঙিন পলাশ
সীমন্তে মোর যেন রাজে।
শতদলে আমি এ হৃদয় মেলে
আপন হাতে মোর দীপশিখা জ্বেলে
তোমার পথে আমি মহান ব্রত লয়ে
বিলিয়ে দেব এ জীবন।

(মূল্য দুই আনা)

রাঙারাখী পিক্‌চার্সের

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

?

প্রস্তুতির পথে

এ্যাসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেডের

পরিবেশনাধীনে আগতপ্রায় চিত্রাবলী

—:—

১। ভারতী ছায়ামন্দিরের—

কড়ি ও কোমল

পরিচালনা—বিনয় ব্যানার্জ্জী।

২। বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওর—

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

পরিচালক—নির্ম্মল চৌধুরী।

৩। এ, এল, প্রোডাকশানের—

সীমন্তিক

পরিচালনা—অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়।

৪। বসুমিত্রের—

ভৈরব মন্ত্র

পরিচালক—— ?

প্রচার-সচিব শ্রীনিশিকান্ত বোস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ৪২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
শৈল আর্ট প্রেস হইতে শ্রীউমাপতি গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।